মানভূম সংবাদ

9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২০৭ সংখ্যা	পুরুল্যা	৩০ অক্টোবর, ২০২৪, বুধবার	১৩ কার্তিক, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 207 Issue	Purulia	30 October, 2024, Wednesday	13 Kartik, 1431	Price- Rs.3.00	

বাজি নিয়ে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শহরে কালীপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ কালীপুজো শুরু হতে আর হাতে গোনা দিন। এদিকে, সাইক্লোন দানার দাপটে বহু ক্লাবের পুজোর প্যান্ডেল, সাজসজ্জার কাজ শেষ হতে দেরি হয়েছে। তবে তারই মাঝে শুরু হয়ে গিয়েছে কালীপুজোর আগে একের পর এক ক্লাবের পুজো উদ্বোধনের পালা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পুজো ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করে দিয়েছেন। সদ্য তিনি কলকাতার ভেনাস ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে যান। পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক বিষয়ে সতর্কবার্তা দেন। শব্দ বাজি ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেন দিদি। এছাড়াও ডিজে বাজানো নিয়েও সতর্ক করেছেন মমতা। তিনি সাফ জানান, বহু সময়ই জোর জোরে ডিজে বাজালে অস্বস্তিতে পড়েন সিনিয়র সিটিজেনরা। তবে বয়স্করা সমস্যার কথা সবসময় বলে উঠতে পারেন না। মমতা সাফ জানান, 'ওঁদের হয়ে আমি বলছি'। তিনি সতর্ক করেন যে, ডিজে বাজলে বাচ্চাদেরও সমস্যা হয়। ফলে, তিনি সেই বিষয়টি নিয়েও সচেতন থাকার বার্তা দেন। মমতা বলেন,'বাজি এমন করে ফাটাবেন না, যাতে আপনার বাজি, আরেকজনের বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগাতে পারে। এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি। বাজি ফাটানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। শব্দদূষণ ও মানসিক দূষণ যাতে না হয়।' দিদি একইসঙ্গে বলেন, 'অনেকে খুব জোরে ডিজে চালিয়ে দেয়, জোরে জোরে বাজি ফাটায়। ফলে এলাকায় যাঁরা সিনিয়র সিটিজেন তাঁদের অনেক সময় অসুবিধা হয়। কিন্তু তাঁরা বলতে পারেননা। তাঁদের হয়ে আমি বলে যাচ্ছি। বাচ্চারাও অনেক সময় কেঁপে ওঠে। এগুলো সতর্কতা হিসাবে দেখা দরকার। '

ফিরবেই রাজ্যের স্বীকৃতি, আত্মবিশ্বাসী ওমর

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু-কাশ্মীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরে এই কথাই জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। দিনকয়েক আগেই দিল্লিতে এসে মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। তার পরেই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা জানান, রাজ্যের স্বীকৃতি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন ওমর। সেখানেই জানান, "জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের সিস্টেমে এখন যেটুকু ফাঁকফোকর রয়েছে সেটার অপব্যবহার করতে পারে অনেকে। কিন্তু সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এই সিস্টেম খুব বেশিদিন থাকবে না। আমি দিল্লিতে গিয়ে এই নিয়ে বৈঠক করেছি। সর্বোচ্চ স্তর থেকে আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে জম্মু-কাশ্মীরে যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো পূর্ণ করা হবে। পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পেলেই আর কেউ জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারবে না।" সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন মিটলেই শুরু হবে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রক্রিয়া। নভেম্বরে দুই রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার পর থেকে হয়তো রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হতে পারে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, সেই নিয়ে অবশ্য কিছুই জানা যায়নি। উল্লেখ্য, কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে সরব ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সে নেতা ওমর। ভোটের বের হলে দেখা যায়, বিজেপিকে পিছনে ফেলে উপত্যকায় জয়ী হয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। পরে মুখ্যমন্ত্রী হন ওমর আবদুল্লা।

শাহের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ উপনির্বাচনে কমিশনে যাওয়ার হুড়োহুড়ি বিজেপি তৃণমূলে। কিছুদিন আগেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে কমিশনে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ যেহেতু ১৫ অক্টোবর থেকে নির্বাচনী বিধি চালু হয়ে গিয়েছে। গত রবিবার অমিত শাহ কলকাতায় এসে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন। অমিত শাহের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের এই অভিযোগ তুলেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীরককে চিঠি লিখলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই এর আগে আবাস যোজনার সমীক্ষা নিয়ে কমিশনে যায় বিজেপি। রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ১৩ নভেম্বর রাজ্যে উপনির্বাচন। প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এরই মাঝে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি ওঠে, উপনির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব চলাকালীন বাংলায় বন্ধ রাখা হোক রাজ্য সরকারের রুরাল হাউজিং স্কিমের কাজ। বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, রাজ্যে ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ সিতাই, মাদারিহাট, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর এবং তালড্যারায় বন্ধ রাখা হোক বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সমীক্ষা ও যাচাইয়ের কাজ। সেই দাবি মেনে নেয় কমিশন। উপনির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

'বোমাতঙ্ক', ১৫ দিনে প্রভাব ৪০০-রও বেশি উড়ানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ একের পর এক বিমানে বোমাতঙ্কের আঁচ এসে পড়েছে কলকাতা বিমানবন্দরেও। নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসা-যাওয়ার অন্তত সাতটি বিমানে সোমবার বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। যদিও পরে দেখা যায়, সবগুলি বিমানেই বোমা রাখার ভুয়ো তথ্য ছড়িয়েছিল। বিমানবন্দরের আধিকারিক সূত্রকে উদ্ধৃত করে এ কথা জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। এ ক্ষেত্রও সমাজমাধ্যম থেকেই ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছিল। দমদম বিমানবন্দরের ডিরেক্টর পর্বতরঞ্জন বেউরিয়া জানিয়েছেন, বিষয়টি প্রথম নজরে এসেছিল সোমবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ। সমাজমাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে হুমকি তথ্য ছড়ানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে সম্পর্কিত সাতটি বিমানে বোমা রাখা আছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই সাতটি বিমানের মধ্যে পাঁচটি ছিল ইন্ডিগো উড়ান সংস্থার। বাকি দু'টি ভিস্তারার। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে কোনও বিমান থেকেই এই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। পুরোটাই ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হয়েছিল। ওই সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের নাম ছিল 'আই ওয়ান্না স্লিট ইওর থ্রোট'। অদ্ভুত এই প্রোফাইল নামের বাংলা তর্জমা করলে হয়, 'আমি আপনার গলা কাটতে চাই'! সমাজমাধ্যমে বোমাতঙ্ক ছড়াতেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে বিমানবন্দরের 'বম্ব থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট কমিটি'। এই কমিটির সভাপতি পদে রয়েছেন দমদম বিমানবন্দরের ডিরেক্টরই। জরুরি বৈঠক ডাকা হয় কমিটির। ওই বৈঠকের পর বোমার হুমকিকে 'অনির্দিষ্ট' তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে কোনও ঝুঁকি এড়াতে নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে। যাত্রীরা যাতে কেউ আতঙ্কিত না হয়ে পড়েন, সে দিকেই নজর ছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের। এই নিয়ে গত ১৫ দিনে দেশব্যাপী ৪০০টিরও বেশি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়াল। অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেই বোমা রাখার ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। যার জেরে সম্প্রতি একাধিক উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কোনওটি দেরিতে রওনা দিয়েছে। কোনওটির যাত্রাপথ বদল করে অন্য কোথাও জরুরি অবতরণ করাতে হয়েছে।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

১ নভেম্বর থেকে মোবাইলে আর আসবে না OTP?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ অনলাইন শপিং থেকে কোনও অ্যাপে লগ ইন, ওটিপি ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু এই ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি থেকে প্রতারণাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখেই এবার বড় পদক্ষেপ করল টেলিকম অথারিটি অব ইন্ডিয়া। নতুন মাস থেকে মোবাইলে আর নাও আসতে পারে ওটিপি। এর কারণ, আগামী ১ নভেম্বর থেকেই নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে ট্রাই (TRAI)।

জানা গিয়েছে, ওটিপির মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলক কাজকর্ম রুখতেই বড় নির্দেশ দিয়েছে টেলিকম রেগুলেটরি অথারিটি অব ইন্ডিয়া। সমস্ত টেলিকম সংস্থাগুলিকে ব্যাঙ্ক, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে পাঠানো লেনদেন ও পরিষেবা সংক্রান্ত মেসেজ যাতে ট্রেস করা যায়, তার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাই। যদি কোনও প্রতারণামূলক মেসেজ হয়, তবে টেলিকম সংস্থাগুলিকে ওই মেসেজ ব্লক করতে বা আটকাতে হবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছনোর থেকে।

তবে ট্রাই-র এই নিয়ম মানতে নারাজ বহু টেলিমার্কেটিং সংস্থাই। এর ফলে ১ নভেম্বর থেকে ওটিপি ও অন্যান্য মেসেজ আসায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ট্রাই-র নির্দেশ না মানলে, এই ধরনের পরিষেবা যে বন্ধ করে দেওয়া হবে, তা আগেই জানানো হয়েছিল। গত অগস্ট মাসেই ট্রাই সমস্ত টেলিকম সংস্থাগুলিকে জানিয়েছিল, ব্যাঙ্ক, ই-কমার্স সাইট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো মেসেজ বাধ্যতামূলকভাবে ট্রাক করতে হবে।

জানা গিয়েছে, ট্রাই-র এই শর্তে টেলিকম সংস্থাগুলি রাজি থাকলেও, টেলিমার্কেটিং ও অন্যান্য সংস্থাগুলি রাজি নয়। তারা আরও দুই মাস সময় চেয়েছে। তবে ট্রাই এখনও পর্যন্ত এই আবেদনের জবাব দেয়নি। তাই ১ নভেম্বর থেকে মোবাইলে নাও আসতে পারে ওটিপি।

সোনা (১০গ্রাম):	৭৭৬২২
রূপা (১ কেজি) :	৯৫১২৮
ডলার (ইউ এস):	৮৪.০৭

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮০০০৫.০৪
নিফটি—	২৪৩৩৯.১৫
ন্যাসডাক—	১৮৬৩৬.০৪
এ.সি.সি—	২৩২৫.২৫
ভারতী টেলি—	১৬৩৬.৮৫
ভেল—	২৩৪.৯৫
এল এন্ড টি—	৫১৮৮.২০
টাটা মোটর্স—	৮৩৪.০৫
টি.সি.এস.—	৪০৭৭.১৫
টাটা স্টিল—	১৫০.০৫
ডাবর—	৫৩৫.৮৫
গোদরেজ—	১০৩৪.৯৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৫১.০০
আই.টি.সি.—	৪৮৭.৯৫
ও.এন.জি.সি.—	২৬৫.১০
সিপলা —	১৪৭৮.১০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৬৮০.৩০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৭৪.৩০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক-	১৩৩২.৪০
সেল—	১১৫.৭৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৩২.৬৫
সিমেন্স—	৬৯০০.০০
ফাইজার—	৫১৯৯.৮৫
ইউনিটেক—	৯.৪৮
উইপ্রো—	৫৬২.২০
ডা. রেড্ডি—	১২৭৫.১০
মারুতি—	১১০১০.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৮৬.০০
টি সি আই —	১০৫২.৪০
মহানগর টেলি —	৪৭.৭৭
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৪৬.৬৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

প্রিমিয়াম সিট থেকে কবচ সিস্টেম, ১৬০ কিমি বেগেও ঝাঁকুনি হবে না বন্দে ভারত স্লিপারে !

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। নভেম্বর থেকেই ট্রাকে গড়াবে বন্দে ভারত স্লিপারের চাকা। আগেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এনেছে ভারতীয় রেল। যাত্রীরা উপভোগ করছেন সেমি-হাইস্পিড ট্রেনের অভিজ্ঞতা। এবার বন্দে ভারত স্লিপারের মাধ্যমে দ্রুতগতির সঙ্গে লাক্সারি বা প্রিমিয়াম সফরের অনুভূতিও পেতে চলেছেন রেলযাত্রীরা।

ভারতীয় রেলওয়ে এতদিন প্রিমিয়াম ট্রেন বলতে রাজধানী এক্সপ্রেসকেই ধরা হত। কিন্তু সেই ধারণা বদলাতে চলেছে বন্দে ভারত স্লিপার। বেশি দূরত্বে রাতে যাত্রার জন্যই স্লিপার ক্লাস যোগ করা হয়েছে বন্দে ভারতে। ১২০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা এই ট্রেনে ১১টি 3AC, ৪টি 2AC এবং একটি ফার্স্ট ক্লাস কোচ থাকবে। মোট ৮২৩ জন যাত্রী সফর করতে পারবেন এই ট্রেনে। নভেম্বর মাসেই এই ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু হবে।

রাজধানীর সঙ্গে বন্দে ভারত স্লিপারের পার্থক্য-

গতি- বন্দে ভারত স্লিপারে সর্বোচ্চ গতি হতে চলেছে ঘণ্টায় ১৬০ কিমি। সেখানেই রাজধানীর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৩০ থেকে ১৪০ কিমি। এরফলে রাজধানীর থেকেও কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন যাত্রীরা।

যাত্রীদের আরাম- বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সিটগুলি বানানো হয়েছে প্রিমিয়াম মানের, যা রাজধানী এক্সপ্রেসের সিটের তুলনায় ঢের ভাল। বন্দে ভারত স্লিপারে শুধু নীচে নয়, সিটের পাশেও থাকবে অতিরিক্ত কুশন ব্যবস্থা, যা যাত্রীদের আরামে ঘুমাতে সাহায্য করবে। অনেক যাত্রীদেরই ট্রেনের আপার বার্থ নিয়ে নানা অভিযোগ থাকে। ওঠার সমস্যা থাকে। বন্দে ভারত স্লিপারে এই বিষয়টিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আলাদা সিড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা সহজেই উপরের বার্থে উঠতে পারেন।

বন্দে ভারত স্লিপারের অন্যতম বিশেষত্ব হল এটি সম্পূর্ণ অটোমেটিক। ট্রেনের দুই প্রান্তে থাকবে চালকের কেবিন। এই ট্রেন চালানোর জন্য আলাদাভাবে কোনও ইঞ্জিনের দরকার পড়বে না রাজধানী বা অন্যান্য ট্রেনের মতো।

অটোমেটিক দরজা ও টয়লেট- বন্দে ভারতের মতো বন্দে ভারত স্লিপারেও সমস্ত দরজা অটোমেটিক হতে চলেছে। যাত্রীদের নিজের হাতে দরজা খুলতে হবে না। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে থাকবে বায়ো-ভ্যাকুম টয়লেট সিস্টেম। টাচ ফ্রি মডুলার ফিটিংও থাকবে ট্রেনে। অর্থাৎ ফ্লাশ করার জন্য স্পর্শ করারও প্রয়োজন পড়বে না। এছাড়া ফার্স্ট ক্লাস এসি কোচে আলাদাভাবে শাওয়ার কিউবিকলের ব্যবস্থাও থাকবে, যেখানে যাত্রীরা স্নান করতে পারবেন।

ঝাঁকুনি মুক্ত সফর- বন্দে ভারত স্লিপারের আরেকটি বিশেষত্ব হল এই ট্রেন যত দ্রুতগতিতেই চলুক না কেন, ভিতরে বসে যাত্রীরা কোনও ঝাঁকুনি অনুভব করবেন না।

এছাড়াও বন্দে ভারত স্লিপারে থাকবে কবচ সিস্টেম, যা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবে। বিপদের সময় চালকের সঙ্গে যাত্রীদের কথা বলার জন্য ইমার্জেন্সি টক ব্যাক ইউনিট থাকবে। ওভারহেড তারে কোনও সমস্যা হলে ৩ ঘণ্টার পাওয়ার ব্যাকআপের সুবিধাও থাকবে নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে।

আজকের দিন

আজ ৩০ অক্টোবর

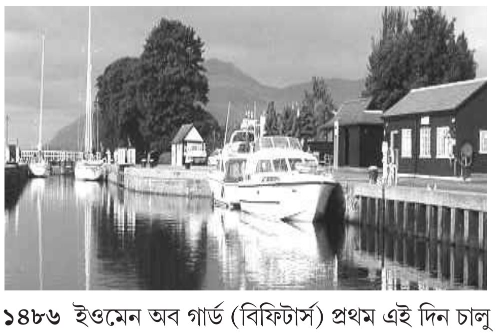

১৪৮৬ ইওমেন অব গার্ড (বিফিটার্স) প্রথম এই দিন চালু হয়। ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরি এটি প্রথম চালু করেছিলেন। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের রাজপ্রাসাদ পাহারা দেওয়া।

১৮২২ ক্যালেডোনিয়াল কানাল এই দিনই প্রথম নৌ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই খালটি স্কটল্যান্ডে অবস্থিত। স্কটল্যান্ডের জল পরিবহনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। ওই দেশের নৌ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্যালেডোনিয়াল কানাল অবশ্যই একটি জলপথ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬০৭৮

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬	১৭	■	■	১৮	
১৯		■	২০				■

পাশাপাশি ঃ-১) রাবণ ৩) বয়াম ৫) নীচের অংশ ৬) নতুন ৮) হাড় ১০) প্রাসাদ ১১) বহু টাকা কড়ির মালিক ১২) সম্মানহানি ১৪) লোহার জিনিস প্রস্তুত করা যার পেশা ১৫) চল বা নিয়ম ১৬) মানব ১৮) তাহার ১৯) শরম ২০) পশ্চিমবঙ্গের এক মন্দির শহর।

উপরনীচ ঃ- ১) তালগোল বা ডেলা ২) নতুন ৪) রসসিক্ত ৫) এক প্রকার বাজনা ৭) নারায়ণ ৮) চুরিকরা ৯) স্থায়ীত্ব ১২) শত্রু ১৩) চাকর / ভৃত্য ১৪) নিস্তেজ ১৭) যুদ্ধ ১৮) উত্তাপ।

উত্তর - ৬০৭৭

পাশাপাশি ঃ- ২) তালেবর ৫) বাকল ৭) বাঘা ৮) লব ৯) নীললোহিত ১১) শত ১২) হির ১৩) নর ১৬) তাজমহল ১৮) ধামা ১৯) কর ২০) ঘরনী ২১) সারমর্ম।

উপরনীচ ঃ-১) সাবালক ২) তাল ৩) বদল ৪) ব্যাঘাত ৬) কব ৭) বাহির ৯) নীত ১০) লোহিত ১১) শরম ১৩) নজর ১৪) শীল ১৫) অমানিশা ১৬) তাকত ১৭) হকার ১৮) ধার ২০) ঘর্ম।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৩ কার্ত্তিক, ভাঃ ৮ কার্ত্তিক **৩০ অক্টোবর** ১৩ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্ত্তিক বদি, ২৬ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫ ।৪৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪ ।৫৮। **বুধবার,** ত্রয়োদশী দিবা ঘ ১ ।১ মিঃ। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০ ।২৪ মিঃ। বৈধৃতিযোগ দিবা ঘ ১০ ।৪১ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ১ ।১ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ২ ।৫ গতে শকুনিকরণ। **জন্মে**— কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ১০ ।২৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। **মৃতে**- দোষ নাই। **যোগিনী**- দক্ষিণে, দিবা ঘ ১ ।১ গতে পশ্চিমে। **কালবেলাদি**— ঘ ৮ ।৩৩ গতে ৯ ।৫৭ মধ্যে ও ১১ ।২১ গতে ১২ ।৪৫ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ২ ।৩৩ গতে ৪ ।৯ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-নানাবিধ সমস্যা। **বৃষ**-দাম্পত্য কলহ। **মিথুন**-হতাশাগ্রস্ত। **কর্কট**-চিত্তবিক্ষেপ। **সিংহ**- ব্যবসায় লাভ। **কন্যা**-সম্পদহানি। **তুলা**-ঋণযোগ। **বৃশ্চিক**-পথে বিপদ। **ধনু**-অনুশোচনা। **মকর**-বিরোচিত কার্য্য। **কুম্ভ**- অর্থসংকট। **মীন**-দৈহিক ক্লান্তি।

আগামীকাল

মেষ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত। **বৃষ**-সমস্যার সমাধান। **মিথুন**- গোপন কথা ফাঁস। **কর্কট**- প্রতিবেশী বিবাদ। **সিংহ**- ভুলবোঝাবুঝি। **কন্যা**-মানসিক তৃপ্তি। **তুলা**-শুভ প্রয়াস। **বৃশ্চিক**- ঋণমুক্তি। **ধনু**-দায়িত্ব বৃদ্ধি। **মকর**-অবৈধ সম্পর্ক। **কুম্ভ**-অবসাদ। **মীন**-বিতৃষ্ণা।

জেলায়-জেলায়

বারবার সুর চড়িয়েছিল বিজেপি, শেষ পর্যন্ত শালতোড় বিস্ফোরণের তদন্তে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ অক্টোবরঃ বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বাইকে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নামছে এনআইএ। ৩০ অগস্ট রাতে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি এলাকা। ঘটনায় মৃত্যু হয় জয়দেব মণ্ডল নামে এক বাইক আরোহীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এলাকায়। শোরগোল পড়ে যায় প্রশাসনিক মহলে। জানা গিয়েছে ওই বাইক আরোহীর বাড়ি শালতোড়া থানারই ঝনকা এলাকায়। বাইকে চড়ে শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তার বাইকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা প্রথমে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, কীভাবে ওই বিস্ফোরণ ঘটল, ওই ব্যক্তি বাইকে করে বিস্ফোরক বহন করছিলেন কিনা তা নিয়ে এতদিন তদন্ত করছিল পুলিশ। এবার সেই তদন্তভার নিজেদের হাতে নিল এনআইএ। এদিকে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময় রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোরও হয়। এনআইএ তদন্তের দাবিতে পথে নামে বিজেপি। বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এলাকায় অবৈধ খননকাজের জন্যই বাইকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ডিনামাইটের মতো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক। স্পষ্ট অভিযোগ ছিল শুভেন্দুর। শেষ পর্যন্ত এনআইএ মাঠে নামায় তদন্ত প্রক্রিয়া কোনদিকে যায় এখন সেটাই দেখার।

ফের নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে প্রমাণ নিয়ে কমিশনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ অক্টোবরঃ দানার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। উপনির্বাচনের মাঝে প্রশাসনের এই নির্দেশিকাকে ঘিরে বাঁকুড়ায় তৈরি হল বিতর্ক। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, শাসকদলের পক্ষে ভোট টানতেই উপনির্বাচনের আগে এমন নির্দেশ জারি করেছে ব্লক প্রশাসন। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওর বরখাস্ত দাবিও করেছে পদ্ম শিবির।

আগামী ১৩ নভেম্বর বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। উপনির্বাচন উপলক্ষে গোটা বাঁকুড়া জেলায় লাগু হয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। আর এরই মাঝে ইন্দপুর ব্লকের বিডিওর জারি করা একটি চিঠিকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিডিও সুমন্ত ভৌমিকের তরফে ২৮ অক্টোবর দেওয়া একটি চিঠিতে ওই ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টদের দ্রুত দানায় ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মালিকদের হাউস বিল্ডিং গ্র্যান্ট দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই চিঠিকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রাজ্য বিজেপির তরফে ওই চিঠি-সহ নির্বাচন কমিশনে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের পক্ষে ভোট টানতেই ব্লক ও জেলা প্রশাসন এভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। যা আদর্শ আচরনবিধি লঙ্ঘন করছে। অবিলম্বে ওই বিডিওকে বরখাস্ত করতে হবে। তৃণমূল অবশ্য এই ঘটনাকে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন বলে মানতে নারাজ। তৃনমূলের দাবি, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে প্রশাসনের দাঁড়ানোর বিষয়টি সহ্য করতে পারছে না বিজেপি। তাই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম না জেনেই তারা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে।

আসানসোলের কালীপাহাড়ি যেন গয়াক্ষেত্র! কালীপুজোর সময় অতৃপ্ত আত্মাদের পিণ্ডদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৯ অক্টোবরঃ কালীপুজোর সময় আসানসোলের কালীপাহাড়ি হয়ে ওঠে আর এক গয়াক্ষেত্র! যেখানে অতৃপ্ত আত্মাদের পিণ্ডদান করা হয়। অর্থ্যাৎ ভূত পিশাচ-প্রেতদের মুক্তি দেওয়া হয় ওইদিন। তবে সারা বছর নয়, কালীপুজোর সময় বিশেষ তিথিতে এক কুয়োর মধ্যে চলে পিণ্ডদান পর্ব। যে কুয়োটি 'প্রেত কুয়ো' নামে পরিচিত। বন্দি থাকা ভূত, পিশাচদের নাকি মুক্তি দেওয়া হয় পুজোর কুম্ভযজ্ঞ তিথিতে। এমনটাই দাবি 'বিশ্বগয়া মা কালীবুড়ি' মন্দিরের তান্ত্রিকের। এই যুক্তি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষরা না মানলেও বিশ্বগয়া কালীবুড়ি মন্দিরে স্থানীয়রা ঘটনার সাক্ষী হতে ভিড় জমান কালীপুজোয়।

কালীপুজোর আগের দিন ভূত চতুর্দশী। ঠিক সেই সময় থেকেই ভূত-প্রেতদের নিয়ে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা দেখা যায় আসানসোলের বিশেষ এই মন্দিরে। দুনম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই মন্দির চত্বরেই রয়েছে এক কুয়ো। কিন্তু কুয়োর মুখটি খাঁচাবন্দি। গায়ে লেখা 'প্রেত কুয়ো'। তান্ত্রিকের দাবি, জাতীয় সড়কের ধারে দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে বা স্থানীয় কারোর অপঘাতে মৃত্যু হলে সেই অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় এলাকায়। পথ চলতি মানুষের উপর সেই আত্মা ভর করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই তাদের ওই কুয়োর মধ্যে মা কালীবুড়ির সহায়তায় মন্ত্র বলে আটকে রাখা হয়। তিনি বলেন, "কালীপুজোর সময় বিশেষ তিথি দেখে মহাকুম্ভ যজ্ঞ করা হয়। সেই যজ্ঞের পর কুয়োয় পিণ্ডদান করে ওই প্রেতদের মুক্তি দেওয়া হয়।"

এসব আজগুবি ও অলৌকিক দাবি কী বিশ্বাস যোগ্য? তান্ত্রিকের দাবি, কালীপুজো মানেই শক্তির উপাসনা। কালী মূর্তির পাশেই দেখা যায় ডাকিনী, যোগিনী বা ভূত, পিশাচদের। যদি মা কালীকে শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে সবাই পুজো করেন তবে ভূত-পিশাচ বা প্রেতের অস্তিত্বও মানতে অসুবিধা কোথায়? দেবতা মানলে অপদেবতাকেও বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু যুক্তিবাদী সংগঠন বা বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষজন একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ এই ব্যাখ্যাকে। তবু প্রতিবছর কালীপুজোয় বিশেষ তন্ত্রসাধনা দেখতে ভিড় জমান কালীপাহাড়ির বাসিন্দারা।

'দলের নেতারাই হারিয়েছে', বিস্ফোরক সুজাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ অক্টোবরঃ চলতি বছর লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হারের পিছনে বিজেপি নয়, দায়ী তৃণমূলেরই জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের একাংশ। তাঁদের গদ্দারির কারণেই এই ফল। বিজেপি প্রার্থীর কাছে টাকা খেয়ে তারা দলের প্রার্থীকে হারিয়েছেন। এমনই বিস্ফোরক দাবি, করে এবার প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে ক্ষোভ উগরে দিলেন লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তাঁর দাবি, সারা বছর দলকে বেচে খেলেও নির্বাচনের আগে দলের সাথে গদ্দারি করেছেন তাঁরা।

মাস কয়েক আগেই দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সেই লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-র কাছে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তারপর থেকেই ভোটে হার নিয়ে কাটাছেঁড়া চলতে থাকে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। উঠে আসে অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব। সেই তত্ত্বকে হাতিয়ার করে এবার দলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করলেন সুজাতা। সোমবার সন্ধ্যায় ইন্দাসে দলের বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সুজাতা মণ্ডল। এদিকে প্রকাশ্যে দলের পরাজিত প্রার্থীর এমন বিস্ফোরক মন্তব্যে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। অন্যদিকে এই সুযোগে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। জেলার নেতারা বলছেন, গদ্দার, চোর, চিটিংবাজ, ধর্ষকদের দল তৃণমূল। যদিও তাঁদের দাবি, মানুষের ভোটেই এখানে বিজেপি জিতেছে। এর সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের গদ্দারির সম্পর্ক নেই।

রোগীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ অক্টোবরঃ মহিলা রোগীকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অচৈতন্য করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খোদ ডাক্তারের বিরুদ্ধে। পরে সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে ফের ধর্ষণ, চার লক্ষ টাকা নেওয়ারও অভিযোগ তুলেছে ওই রোগী ও তাঁর পরিবার। হাসনাবাদ থানা এলাকার এই ঘটনায় শোরগোল। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীর খারাপ হওয়ায় সম্প্রতি স্থানীয় ডাক্তার নূর আলম সর্দারের কাছে যান। অভিযোগ, ওই চিকিৎসক ইঞ্জেকশন দেওয়ার নামে অচেতন করার ইঞ্জেকশন দেন। তারপর ধর্ষণ করে ছবি তোলে। পরে সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে ফের ধর্ষণ করে এবং ৪ লক্ষ টাকা মহিলার থেকে আদায় করে নূর। পরে ফের মহিলার কাছে টাকার দাবি করতে থাকে। তখন কর্মসূত্রে বাইরে থাকা স্বামীকে বিষয়টি জানান নির্যাতিতা। বাড়ি ফিরে মহিলার স্বামী হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ওই মহিলার গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। আর জি কর কাণ্ডের আবহে এই ঘটনায় যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

টুনি লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৯ অক্টোবরঃ কালীপুজো উপলক্ষে বাড়িতে টুনি বাল্ব দিয়ে সাজাতে গিয়ে বিপত্তি। কাটা তারে হাত লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বহরমপুরের খড়গ্রাম থানার জয়পুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম অনিকেত কোনাই (১২)। কালীপুজোতে আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো ছিল তার শখ। প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রকার টুনি নিজেই কিনে আনত অনিকেত। তার পর সেই টুনি দিয়ে গোটা বাড়ি সাজাত। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বাড়ি সাজানোর পরিকল্পনা করেছিল অনিকেত। সেই মতো মঙ্গলবার দুপুরে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোকান থেকে টুনি কিনে এনেছিল। তার পর খাওয়াদাওয়া করে নিজেই বাড়িতে টুনি লাগাচ্ছিল। সেই কাজ করতে গিয়েই বিপদ ঘটে। বিদ্যুতের কাটা তারে হাত পড়ে যায় অনিকেতের। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে পড়ে মাটিতে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে খড়গ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান বাড়ির লোকেরা। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক অনিকেতকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় খড়গ্রাম থানার পুলিশ। চিকিৎসক এবং মৃত কিশোরের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার পরই পুলিশ মৃতদেহটি কান্দি মহকুমা মর্গে পাঠায়। সেখানেই ওই কিশোরের ময়নাতদন্ত হবে। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

বিচিত্র অভিযোগ

সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিক শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে। বিচিত্র অভিযোগ। তন্ময় ভট্টাচার্যের ইন্টারভিউ নিতে নাকি এর আগেও ওই সাংবাদিকা অনেক বার তার বাড়ীতে গেছে। এবার নাকি তার গায়ে হাত দিয়েছেন, তার কোলে বসে পড়েছেন। তন্ময় ভট্টাচার্যের বাড়িতে তার স্ত্রীসহ অনেকেই থাকেন। পাড়া পড়শীর লোকের বক্তব্য তার বাড়ির জানালা দরজা সব সময় খোলাই ছিল, ওই মহিলা সাংবাদিক দিব্যি তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। যার শ্লীলতাহানি হল সেই মহিলা এইভাবে নীরবে চলে যেতে পারে তা অনেকে বিশ্বাস করছেন না। পাড়ায় তন্ময় ভট্টাচার্যের কেউ বদনাম করলেন না। সকলেই বললেন তিনি ভাল মানুষ, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। আর ওই মহিলা সাংবাদিক এর আগেও তার বাড়িতে এসেছে। প্রশ্ন উঠছে যদি তন্ময় ভট্টাচার্য মহিলার শ্লীলতাহানি করেছেন তাহলে তার সর্বপ্রথম যাওয়া উচিত ছিল থানায়। ওখানে গিয়ে অভিযোগ করার কথা। তা করেনি। বদলে পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে সেই অভিযোগ করেছে। সন্দেহ এখানেই। এক মহিলা যার ওজন মেরেকেটে ৪০-৫০ কিলো তার কোলে এক লম্বা চওড়া পুরুষ কম হলেও ওজন ৮০ কিলোর কাছাকাছি হবে বসে পড়লেন। মহিলা চুপচাপ বসতে দিলেন। আর বাড়ির বাকি মহিলারা তার কোলে বসতে দেখে খুব মজা পেলেন। সাংবাদিক মহিলা আপত্তি করলেন না, আর বাড়ির মহিলারা কিছুই বললেন না। হয়ত ভেবেছিলেন নাতনিকে আদর করছেন।

বলিহারি সিপিএম দলকেও। অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করে দিল দল। সিপিএমের দলীয় নিয়মে হয়ত এরকমই ব্যবস্থা আছে। তবে তাদের রাজত্বকালের সময়ে যদি ফিরে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সিপিএমের ছোট, বড় নেতা অনেকের বিরুদ্ধেই মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল কিনা মনে নেই। সম্ভবত ওদের কাছে ওটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। নিজেদের রাজত্বে নেতাগিরি করতে গিয়ে ও রকম অভিযোগ ওঠা মাত্র তদন্ত করতে হবে বা সাসপেন্ড করতে হবে তার কোন মানে নেই। তাহলে এখন তন্ময় ভট্টাচার্যকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হল কেন? এটা কি অন্য দলের কাছে সিপিএমকে আলাদা দেখানোর কোন কৌশল? নাকি তন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে সিপিএম অস্বস্তিতে ভুগছিল? অন্য কারণ হতে পারে তার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে। সিপিএম তদন্ত করবে, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ষড়যন্ত্র হলে কে ষড়যন্ত্র করেছে তা প্রকাশ্যে আনার দায়িত্ব পরোক্ষে সিপিএমেরই।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

কর্ম সম্পাদনে মানুষ স্বাধীন, নাকি পরাধীন

এখানে আবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে পার্থিব সরকার বা এখানকার রাজা সর্বজ্ঞ বা সর্বব্যাপী না হওয়ায় যে আইন ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার হাত টেনে ধরতে পারেন না। কিন্তু পরমাত্মা থো সর্বজ্ঞ, ন্যায়কারী, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর কাছে তো কার্য্য মন, বাক্য, শরীর কোনো কিছুই লুকানো থাকে না। তাহলে তিনি কেন দুষ্কর্ম কারী মানুষের হাত ধরে তাকে জোর করে আটকান না? এর উত্তর হলো, এইভাবে আটকানো পরমাত্মার বিধিবহির্ভূত। তিনি মানুষকে নিজেদের কাজ করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মানুষকে শুভাশুভ বিচার করবার জন্য বুদ্ধি বা বিবেকও দিয়েছেন। তার দ্বারা মানুষ ভাল বা মন্দ বিচার করে নিজেরে কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে। আর পরমাত্মা এই কথাও ঘোষণা করেছেন যে যদি কোনো মানুষ অধিকার বহির্ভূত শাস্ত্র-বিপরীত কাজ করে তবে তাকে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হবে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাজীকর যেমন বাঁদরকে নাচায় ঈশ্বরও তেমনই মানুষকে নাচান। সকলে তার অধীন। যেমন ভুল করলে বাঁদর শাস্তি পায় তেমনই ঈশ্বরের আদেশ অমান্যকারীকেও দণ্ডের ভাগী হতে হয়। অবশ্য ভগবানই নাচান যদিও মালিকের ইচ্ছামতো অথবা ইচ্ছার বিপরীত নাচবার অধিকার বাঁদরের থাকে। সরকার বা রাজা অধিকার দিয়েছেন।

ক্রমশ...

‘ঠাকুর বাঁধের উপকথা’

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

নীলাম্বর সরাইখানায় গিয়ে দেখে সব পালটে গেছে। যার দায়িত্বে মাকে রেখে গিয়েছিল তিনিও দেহ রেখেছেন। যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি নীলুর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। তিনি বলেন এরকম কোন মহিলাকে সেখানে পান নি। হয়ত তিনি আগেই কোথাও চলে গেছেন বা...। নীলু তা শুনে অস্থির হয়ে গেল। সরাইখানায় বাকি যারা ছিল তাদের মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ নেই যার কাছ থেকে নীলু কোন খবর পেতে পারে। কি হবে এখন এই সব নিয়ে যখন নীলু দিশেহারা তখন তার সাথে যে সাধু এসেছেন তার সাথে দেখা।

সাধু বলেন,আচ্ছা, তোমার মা’র বয়স কত হবে?

তিনি দেখতে কেমন? মাথার চুল পাকা? তিনি কি লাঠি নিয়ে হাঁটেন?

নীলুর কাছ থেকে উত্তর সেই সাধু নীলুকে তিনি যে আশ্রমে আছেন সেখানে নিয়ে যান। আশ্রমের একটি ঘরে এক গেরুয়া পরিহিত মহিলা বৃদ্ধাকে দেখান। দেখ তো, ইনি কি তোমার মা।

নীলু ওই মহিলার বুক জড়িয়ে শুধু কাঁদতে শুরু করল। তা আর থামে না। তিনি যতই সান্তনা দেন বুঝতে চায় না নীলু। পরে কিছুটা শান্ত হয়ে গ্রামের সব খবর, কাকার মারা যাওয়া মাকে জানিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলল। বড় গিন্নি ওই কথার কোন উত্তর না দিয়ে ছেলের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন।

আশ্রমিকদের মধ্যে একজন সামান্য জলখাবার এনে দিলেন নীলুকে। এতগুলো কথা তার মাকে বলার পরও তার না কোন জবাব দিলেন না। এর অর্থ হল তিনি আর সাংসারিক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চান না,বাড়ি ফেরা তো দূরের কথা। নীলু বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিত এই সময়। মা যখন আর ফিরতেই চান না এবং সংসারের ঝামেলায় জড়াতেই চান না তখন এখানে থেকে আর কি হবে। বাবার মতই মাকেও ছেড়ে যেতে হবে। বাবা চলে গেছেন, মা’ও যদি থেকেও না থাকা হয়ে যান তাহলে নিজেকে অনাথ ধরে নিতে হয়। নীলু মা’কে ছেড়েই মাকে প্রণাম করে গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথ ধরল।

৩৪

নীলাম্বর মাকে ছেড়েই ফিরে এল গ্রামে। এখন আর মাথার উপর মা নেই, কাকাও নেই। ছোট কাকা থেকেও নেই। ছোট কাকিমা পর হয়ে গেছেন । এই অবস্থায় পরিবারের সব দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। অবশ্য মেজ কাকার সাথে থেকে সব কিছু প্রায় জেনেই গেছে নীলাম্বর। বাড়িতে স্ত্রী আর বাড়ির বাইরে তার অবিবাহিত স্ত্রী, ছেলে। বাড়িতে আত্মজা মেয়ে। দায়িত্ব সব তারই উপর। কি ভাবে কি চলবে ঠিক করতে হবে তাকেই।

গোলাপ এতদিন ধরে অপেক্ষা করে বসে আছে কবে তার নীলু তাকে তার বাড়িতে নিয়ে তোলে। আগে লোকলজ্জার ভয় ছিল, সেই ভয় আর নেই। অভিভাবকও নেই। যা করবে নীলুই করবে। তবু কেন ও ভয় পাচ্ছে গোলাপ জানে না। গোলাপ নীলুকে সে কথা বলতেও পারছে না। নীলু যে কি করতে চলেছে তাও বুঝতে পারছে না গোলাপ।

তার অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প নেই।

গোলাপ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমির মত নীলুর সাথে বসে বসে গল্প করতে চায়, প্রেমের গল্প,সংসার করার গল্প, ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গল্প, নীলুর বাড়িতে যে পরিবার রয়েছে, কন্যা রয়েছে তাকে নিয়ে গল্প, কিন্তু তার সুযোগ এখনও আসেনি। কবে যে সেই দিন আসবে তাকে বলে দেওয়ার মত কেউ নেই। তার নিজের বাবা মা তাকে নিয়ে আর নতুন করে কিছু ভাবেন না। তারা ধরে নিয়েছেন গোলাপ স্বীকৃতি পেয়েছে তাই যথেষ্ট। আর বেশি কিছু হবে না। বেশি চাইতে গেলে যা পেয়েছেন সেটাও চলে যাওয়ার ভয় তাদের কুরে কুরে খায়। নিমু বোষ্টম ধনী লোকেদের বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছেন। ওরা কখন বদলে যাবে বোঝা খুব মুশকিল। গোলাপকে এসব কথা মাঝে মধ্যে বলেন তারা এবং মেয়েকে সেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই থাকতে বলেন। বেশি আশা যেন না রাখে।

গোলাপের সব চিন্তা ভাবনা তার ছেলেকে নিয়ে। শেষে গিয়ে ছেলে কোনভাবে বঞ্চিত হবে না তো। গোলাপ ধরেই নিয়েছে তাকে যদি ঠাকুর পরিবার বাড়িতে নাও তা সে মেনে নেবে কিন্তু তার ছেলে তো নীলুরও ছেলে তাকে যেন যোগ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা হয়। এ নিয়ে নীলুর সাথে কথা বলতে চায় গোলাপ। নীলু এসব নিয়ে ভাবে না। সব কিছুকেই সহজ ভাবে দেখে সে। কাকারা সম্পত্তি জমিদারি ভাগ করে নিয়েছে। শুধু পুকুর নিয়ে সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে ছোট কাকা যে কোন সময় ঝামেলা পাকাতে পারে সেই সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., Editor - Vivekananda Tripathy

সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

হ্যাঁ গো -না গো -ইগো ঃ কিশলয়ের কটু কথা-২

কিশলয় গুপ্ত

১

"চিতল মাছের মুইঠ্যা গরম ভাতে দুইটা

ভুইল্যা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইট্যা পুইট্যা"

... ইচ্ছাকৃত নয়, প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় এসে গেছে পংক্তি দুটি। কারণ কে যেন বলেছিলেন "একটা মিথ্যাকে ঢাকার জন্য হাজার একটা মিথ্যা চাপাতে হয়"। তবে সত্যিটা চিরকালই - চিরদিনই... তুমি যে আমার। ছেলেবেলায় ইজের পরে দৌড়াতে দৌড়াতে কোমর থেকে শাটার নেমে যেত, আর উপস্থিত বন্ধুরা দাঁত বের করে হাসতো। এখন মনে হয় সেই উন্মুক্ততাই সত্য আর বাকি সব...। রসুন পেঁয়াজ সহযোগে এঁচোড়ের ডালনা খেয়ে যেমন হাত চাটতে চাটতে বলি "মনে হয় মাংস খেলাম", এই আত্ম প্রবঞ্চনাই এখন আমাদের মূলধন। আমাদের বলতে সংসার হাঁড়ি কাঠে মাথা গলিয়ে রাম ছাগলের মত ম্যা ম্যা করা ভারতমাতার বীর সন্তান। পাঁচটায় ঘুম ভাঙলো - ইসস্ দেরি হয়ে গেছে, আজ কারখানার মালিক এক হাত নেবে। ব্রাশ করার সময় নেই বলেই চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘোড়া দৌড় শুরু। রেডি-স্টেডি-গো। দোকানে চা খেয়ে নেব? কী দরকার, কারাখানায় গিয়ে মালিকের গিন্নীর আশেপাশে ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘোরাঘুরি করলে চা ঠিক জুটে যাবে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল দিনগত পাপক্ষয়। গতরাতের সব স্বপ্ন, পুরুষালী লালসা পরমবীর চক্র পাওয়ার মত সকল বীরত্ব কয়েক ঘন্টার জন্য শেষ। এবার কাউন্ট ডাউনের পালা। গিন্নী বলে দিয়েছেন - "হ্যাঁ গো, আজ তো বাজার না করলেই নয়"। হয়ে গেল, বাজারে গেলেই যে গায়ে ছ্যাঁকা লাগে। আলু পঁয়ত্রিশ টাকা। অথচ আলু ছাড়া নাকি খাওয়াই হয় না। কেন যে মেয়েছেলে গুলো এত আলু আলু করে! শালা, লাইফটাই হেল হয়ে গেল। মাছের বাজারের কথা না বলাই ভালো। অবশ্য 'গড়ে হরিবোল' হয়ে কোন কথাই যদি না বলে থাকা যেত তাহলে...। এল বাজার। গিন্নীর ফরমাশ- "হ্যাঁ গো, মেয়ের টিউশনের মাইনে দিতে হবে তো"। অবশ্যই দিতে হবে। না হলে যে পাত্র পক্ষ অচল মাল বলে বেশী করে দর হাঁকবে সুতরাং...। "হ্যাঁ গো, রাতে যে বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে, না গেলে যে খারাপ দেখায়"। ঠিক কথা, খুবই সত্যি কথা, এই সমাজেই তো বাস করতে হবে নাকি? অবশেষে কাঙ্খিত রাত এলে পকেট গড়ের মাঠ করে বিছানায় গা এলিয়ে নিজেকে রাজাধিরাজ ভেবে নাক ডাকানো। তারও কী জো আছে? কানের কাছে মাছির মত ভনভন "হ্যাঁ গো, তোমাকে যে বলেছিলাম, অনেক দিন থেকে চিতল মাছের মুইঠ্যা খেতে ইচ্ছে করছে"। তা তো করবেই, কারণ না খাওয়ালে যে এখনো আসেনি সে এলে যে মুখ দিয়ে লালা গড়াবে। সেটা মোছার জন্য টাওয়েল কিনতে আমাকেই বাজারে ছুটতে হবে। তোমাকে টক খাওয়ানোর ব্যবস্থা তো আমিই করেছি। এবার জন্ম দিনের পোশাক তো পরতেই হবে।

২

"লাথি আছে, ঝাঁটা আছে

লাগলে বুকের পাটাও আছে"

ভালো ছেলের তকমা লাগাতে হলে নাকের ডগায় চশমা এঁটে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে টপাটপ শিক্ষক মশাইয়ের সব

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হাই জাম্পের মত টকাটক ক্লাস টপকাতে হবে। ভবিষ্যৎ আলোময়। আর যারা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে মাঝরাতে ফুটপাত বদল করার কথা ভাবছে তাদের জন্য লাস্ট বেঞ্চ বেশীর ভাগ সময়ই ফাঁকা থাকে। শিক্ষক মশাইয়ের গাট্টা, দিদিমনির ঠাট্টা, জোটে সবই। আলু প্রত্যয়ের কাছে আত্মবিশ্বাস প্রত্যয় পায় না। অথচ আস্তিন গুটিয়ে যারা সাহিত্য করার জন্য এগোয় তাদের জন্য "জন্মিলে মরিতে হবে" ধ্রুব সত্য হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীনতার দোহাই পাড়া ভালো ছেলেরা নামতা পড়তে পড়তে নামাবলী গায়ে চাপিয়ে শিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। অন্য দিকে গুটি কয়েক স্ট্যাম্প মারা মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো অপগণ্ড ঝাঁটা বগলে পাটা ফুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে জঞ্জাল পরিস্কার করতে। আপনি একবার ভালো ছেলেদের কাউকে বলুন 'চল সিনেমা দেখে আসি' তুরন্ত জবাব পাবেন - 'না গো, আমার যৌন বিজ্ঞানের ক্লাস আছে'। এরাই ক্লাসে বসে সুন্দরী দিদিমনির মুখে যৌন বিজ্ঞানের লেকচার শুনে মনে মনে ভাবে -প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিলে হত না? "তামাকুও খাওয়া যেত, আবার ডুডুও খাওয়া যেত"। ওই যারা "চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা" বলে বুকে দম, হাতে কোদাল, চোখে অনন্ত স্বপ্ন নিয়ে ফুটপাতে, মাঠে, মিছিলে অথবা কাদামাখা পথে নেমেছে তারা নামুক। আঘাটায় পা রেখে, নোংরা জলে স্নান করে কেইবা নিজের একমাত্র সবেধন নীলমণি জীবনটার বারোটা বাজাতে চায়? মাথায় বুদ্ধি থাকলে স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্রোত যেদিকে যায় সেদিকে শরীর এলিয়ে দিত ওরা। বখাটে আর কাকে বলে!তারপর ত্রিশ পেরোবে, তখনো একদল জঞ্জাল পরিস্কার করে চলেছে অক্লান্ত। আর ভালো ছেলেরা অফিস থেকে ফিরে কোমরের লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে করজোড়ে উৎকোচের শরীর বন্দনা করছে। একবার, শেষবারের জন্য বলুন - "অনেক তো হল, জীবনটাকে চুমুক দিতে শিখুন"। দীর্ঘশ্বাস সহকারে উত্তর আসবে - "না গো, সারা শরীরে বাত। গেঁটে বাত, রস বাত। না গো, কিছুই হল না এই জীবনে...

৩

"হারিয়ে গেছে আমাদের সবই বলে শুনি লোকে

কী হারালো, কবে হারালো, ভাবি অবাক চোখে"

উপরোক্ত দুটি অধ্যায় পড়ার পর সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিশ্চিত ভাবতে শুরু করেছেন এই কলমচির খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই। তাই ঘরের খেয়ে... থাক। কারুর ভালো আজকাল কদাচ কেউ দেখতে পারে না। পাতি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেটাই স্বাভাবিক। আমার কথা নয়। অনেকেই বলেন শুনি। বিশ্বাস করি। না করে উপায় নেই। অকারণে শুধুমুদু নিজের কপাল কেইবা ভাঙতে চায়। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন, আর একটু প্লিজ - কারণ আমরা সেই জাতি যারা কলার উঁচিয়ে হাঁটি। আড়চোখে কলিগের দিকে তাকাই। বুকের ভিতর তুঁষের আগুন জিইয়ে রাখি। আর সংসার যাত্রাপালার নাম দিই "রাবণের চিতা"। পাশের পাড়ার ছেলেরা নাটক করছে 'দু'টুকরো মা'। অতয়েব আমাদের নাটকের নাম দাও 'দশ টুকরো মা'। ইরাকে আমেরিকা নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর মানুষ প্রতিবাদে মুখর। আমরাই বা বাদ যাব কেন! পাশের বাড়ির ছেলেটা কাল রাতে নেশার ঘোরে চ্যালাকাঠ মার্কা বউটাকে হসপিটালে পাঠিয়েছে, তাতে আমার কী? স্বামী হো তো অ্যায়সা। ওরা ক্লাসে পড়ে এসেছে 'নগরে আগুন লাগলে দেবালয় রক্ষা পায় না " তাতে কী? সে তো মুখস্থ করেছিল বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য। সকলের কাছে বাহবা পাওয়ার জন্য। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য। সিলেবাসে ছিল যে। ঠিকঠাক মুখস্থ করেছিল বলেই তো এখন শ্বশুরবাড়িতে গেলে শ্বাশুড়ী মা সিংহাসন থেকে ভগবান নামিয়ে আমাকে বসায়। হুঁ হুঁ বাওয়া, প্রেম করে বিয়ে করেছি তো কী হয়েছে? বউয়ের আঁচলের তলায় ঢুকে গেছি। আদর পাব না মানে? ইল্লি আর কী। তাই বলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাষন দিতে ছাড়বো কেন? "আত্মসম্মান জীবনের শেষ কথা, আত্মসম্মান না থাকলে কীসের জীবন"। তারপর বাড়ী ফিরে গিন্নীর উদ্দেশ্যে চোখ টিপে দাঁত বের করে দেব। আর বন্ধুদের বলবো - "বউ আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে"। যদিও ওই ঈশ্বর মাঝে মাঝে গিন্নীর মুখে "মুখপোড়া মিনসে" হয়ে যান। তাতে কী, একসাথে সংসার করতে গেলে একটু আধটু বাক বিতণ্ডা হতেই পারে। থালা বাসনে ঠোকাঠুকি লাগে না বুঝি? তাই বলে সমাজ বলে এই যে একটা বৃহৎ বিশ্ব আছে আর সেই কূপ বিশ্বের ভিতরে ধারক এবং বাহকেরা কিছু নিয়ম কানুন পেতে রেখেছে তার বাইরে কোন ভদ্রলোক যায়? ছিঃ ছিঃ, আমরা সমাজবদ্ধ জীব যে। রীতি লঙ্ঘন করা পাপস্য পাপ। নরক ভোগ কেইবা করতে চায়? সুতরাং সমাজ ভালো ছেলে হবার যে সব সংজ্ঞা লিখে রেখেছেন সেগুলো অবশ্য পালনীয় এবং করনীয়।

বিঃ দ্রঃ -তাহলে জীবনের সারমর্ম কী দাঁড়াল? আহার, নিদ্রা, মৈথুন। ঠিক। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে। তাও ঠিক। তাই বলে আমাদের দিকে আঙুল তুলবে? এতখানি সাহস হয় কী করে? ওই বখে যাওয়া ছেলে মেয়েগুলো জানে? আমাদের মাসের শেষে মাইনে কত? আমরা তো আর কারখানার চায়ের উপর ভরসা করে চলি না। বাজারের অগ্নিমূল্য ভাবায় বটে কিন্তু ডি এর জন্য ঠোঁট ও ফোলাই। পূজার আগে বোনাস পাই। আমাদের সঙ্গে কারো তুলনা? ছোঃ। সহৃদয় পাঠক আরো কিছু অ্যাড করে নিন - হ্যাঁ গো- না গো - ইগো-।

ব্রাজিলে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে ব্রাজিল উড়ে গেলেন সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার বিকেলে ব্রাজিল পৌঁছান তিনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষা মন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে বলা হয়েছে, সুকান্ত মজুমদার ভারত সরকারের পক্ষে চলতি মাসের ৩০ ও ৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় অনুষ্ঠিত জি২০ শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ব্রাজিলের জি২০ সভাপতিত্বের আওতায় এই বৈঠকটি সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে, যা ফোর্তালেজার একটি স্বীকৃত কেন্দ্র এবং জনশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য বিখ্যাত। প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এও বলা হয়েছে, এই বৈঠকে জি২০ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির শিক্ষা মন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি, শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত উদ্ভাবন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়সঙ্গত, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা। ফোর্তালেজা সিয়ারা তার জনশিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির জন্য বৈঠকের ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, যা অন্যান্য দেশকে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহিত করবে। সুকান্ত মজুমদার ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষাগত অগ্রগতি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরবেন।

'মরচে ধরা কাঁচি' ইস্যুতে সরকারকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ 'পুরো সিস্টেমটাতেই মরচে ও পচন ধরে গেছে।' এসএসকেএম হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে রোগীর পেট কাটতে গিয়ে মরচে ধরা কাঁচি ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ ইস্যুতে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কলকাতায় কালীপুজোর উদ্বোধন করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তুলোধনা করে শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বলেন,' ভাল ভাল যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী আরজি কর হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে নেতাদের হাসপাতালে পাঠানো এবং সেই শাসক ঘনিষ্ঠ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলোর পচা এবং বাতিল যন্ত্রপাতি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে এলে এই অবস্থাই হবে। জং ধরা কাঁচি পাওয়া গেছে এরপর আরও অনেক কিছুই পাওয়া যাবে।' প্রসঙ্গত, আরজি করের পর এবার এসএসকেএম হাসপাতাল। রক্তমাখা গ্লাভসের পর এবার খবরের শিরোনামে এসএসকেএম হাসপাতালের জং ধরা কাঁচি। রবিবার এসএসকেএম হাসপাতালে এক অন্তঃসত্ত্বার অস্ত্রোপচার করার সময় চিকিৎসক দেখতে পান যে হাতের কাঁচি জং ধরা। জানা গেছে, সদ্য মেডিক্যাল স্টোর থেকে নতুন কাঁচি হিসেবেই এগুলোকে পাঠানো হয়েছে। এই জং ধরা কাঁচি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারত ওই প্রসূতির অপারেশনে। নতুন স্টকের যে ক'টি কাঁচি বা সিজার এসেছে তার সবকটিতেই পুরনো জং ধরা কাঁচিতে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে ঘটনা সামনে আসার পরপরই এসএসকেএম হাসপাতালে থেকে রিপোর্ট চাইল স্বাস্থ্য দফতর। নবান্ন সূত্রের খবর, মরচে পড়া কাঁচি নজরে পড়তেই রিপ্লেস করা হয়েছিল। প্রাথমিক রিপোর্টে এসএসকেএম জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতরকে। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। দুদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বঙ্গ সফরের মাঝেই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আনেন শুভেন্দু অধিকারী। 'বাম এবং অতিবামেরা জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। চিকিৎসকদের আন্দোলনের শুরুটা ভাল হয়েছিল, কিন্তু ফিনিশিংটা খুব খারাপ।' বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করা ঠিক হয়নি। বৈঠকে বসাটাই বড় ভুল। বাম এবং অতিবামেরা জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

শহরে গ্যাং ওয়ার শুটআউট, কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হল এক যুবককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ ভোরের কলকাতা কার্যত গ্যাং ওয়ারের সাক্ষী রইল! নারকেলডাঙায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে প্রকাশ্যে শুটআউট। যুবককে রাস্তার উপর কুপিয়ে খুনের চেষ্টা। এমনই ধারাবাহিক অশান্তির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল নারকেলডাঙার কাইজার স্ট্রিটে। আহত যুবক আপাতত এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। অভিযুক্তরা পলাতক। তদন্তে নেমে তাদের খোঁজ চালাচ্ছে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার ভোরের দিকে আচমকা নারকেলডাঙা নর্থের কাইজার স্ট্রিটে অশান্তি ছড়ায়। এই এলাকাটি শিয়ালদহের কাছাকাছি। গুলির শব্দ শুনতে পান বলে জানান এলাকাবাসীরা। ঘড়িতে সময় তখন ৩টে ১৫। বেরিয়ে এসে দেখেন, রাস্তার উপরই ছুরি হাতে এক যুবকের উপর হামলা চালিয়েছে কয়েকজন। তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ওই যুবক। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম ইমরান, বয়স ২৬ বছর। তাঁর ঠিকানা ৭০, নারকেলডাঙা রোড। সাতসকালে অশান্তির খবর পেয়ে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। যদিও শুটআউটের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ইমরানের উপর হামলা চালিয়েছিল ৪ যুবক। পুরনো শত্রুতার জেরে এই হামলা বলে অনুমান। তবে অভিযুক্তরা সকলেই পলাতক। তদন্তে নেমে তাদের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। সাতসকালে প্রকাশ্য রাস্তায় এমন সংঘর্ষের ঘটনা স্বভাবতই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। পুলিশের তরফে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত কয়েকদিনে শহর কলকাতায় পরপর এমন শুটআউটের ঘটনা ঘটল। বেশিরভাগই রাজনৈতিক দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই।

আর জি করে গ্লাভসে কীসের দাগ? জমা পড়ল রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ আরজি কর মেডিক্যালের ওটিতে দাগ লাগা গ্লাভস বিতর্কে বড় মোড়। ওই ঘটনায় গ্লাভস পরীক্ষার পর রিপোর্ট জমা পড়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সেই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গ্লাভসে রক্তের কোনও নমুনা পাওয়া যায়নি। যে দাগ দেখা গিয়েছে তা কোনও রাসায়নিক থেকে হতে পারে। তবে সেই রাসায়নিক কী তা জানা যায়নি। গত ১০ অক্টোবর আরজি কর মেডিক্যালের ইন্টার্ন দেবারুণ সরকার অভিযোগ করেন, হাসপাতালে একজন এইচআইভি রোগীকে রক্ত দেওয়ার সময় তিনি সিস্টারের কাছে গ্লাভস চান। সিস্টার গ্লাভস দিলে তিনি দেখেন সেটিতে কোনও কিছুর দাগ রয়েছে। তিনি সিস্টারকে অন্য গ্লাভস দিতে বলেন। সিল করা প্যাকেট খুলে দেখা যায় সেই গ্লাভসেও একই রকম দাগ রয়েছে। এর পর ওই বাক্সে থাকা সমস্ত গ্লাভসেই দাগ দেখতে পাওয়া যায়। সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান ওই দিন সকালেই প্যাকেটটি খোলা হয়েছে। এই ঘটনা সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হওয়ার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্লাভসগুলি পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। সেই পরীক্ষা রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরে জমা পড়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, গ্লাভসে যে দাগ দেখা গিয়েছে তা রক্তের নয়।

'ভদ্রমহিলাকে তুই করেই বলি, এবার থেকে আপনি বলব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ রবিবারের ঘটনার পর থেকেই সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। তবে সিপিএম নেতা বারবার বলেছেন, তিনি ইয়ার্কি করেন। এবং তাঁর চেনা পরিচিত সকল সাংবাদিকদের সঙ্গেই তিনি হাসিঠাট্টা করে থাকেন। তবে কোলে বসে পড়ার ঘটনা অস্বীকার করেছেন তিনি। তবে সোমবার কার্যত নিস্তেজ দেখাল এই বাম নেতাকে। উত্তর দিলেন অনেকটা সাবধানীভাবে। এমনকী নিগৃহীতা সাংবাদিককে প্রথমে 'মেয়েটি' বলে সম্বোধন করেও পরে ক্ষমা চেয়ে বলেন 'ভদ্র মহিলা'...। গতকাল থেকেই সিপিএম নেতা বলে এসেছিলেন অভিযোগকারিনী মহিলা এর আগে একাধিকবার তাঁর বাড়ি গিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা-মজাও করেছেন তিনি। তবে গতকাল কী এমন ঘটে গেল তা এখনও অধরা তন্ময়ের কাছে। তবে কি এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে? সাংবাদিক বৈঠকে সে যুক্তি যদিও উড়িয়ে দেননি তিনি। এ দিন তন্ময়বাবু বলেন, "কমপক্ষে পনেরো বার উনি আমার বাড়িতে এসেছেন। আমার স্ত্রী ঘরে আছেন,বড় বৌদি ঘরে আছে আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্য তাঁকে চেনেন।" একই সঙ্গে সংযোজন করে বলেন, " আমাদের বাড়িতে চা বেশি খাওয়া হয়। যে সাংবাদিকই বাড়িতে এসেছেন বিশেষ করে যাকে তুই করে বলি,এই ভদ্রমহিলাকে তুই করেই বলতাম এরপর আপনি করে বলব। যে যখন এসেছে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছি চা খাবে কি না।" অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রেও একটু সাবধানী হতে দেখা গেল বাম নেতাকে। এ দিন তিনি এও বলেন, "আমি বরাবরই ওকে তুই করে বলতাম। কুড়ি একুশের বাচ্চা মেয়ে তুই ছাড়া কী বলব।" তবে এবার থেকে যে আরও সাবধানী হবে সে কথাও বারবার বলে বুঝিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান বাম নেতা।

বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে 'স্পাইগিরি' তৃণমূল নেতার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ তিনি রাজ্যের শাসকদলের মুখপাত্র। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি। তিনিই কি না বিজেপির একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সদস্য। যে গ্রুপে শান্তনু ঠাকুরের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। সৌমিত্র খাঁর মতো সাংসদ রয়েছেন। সেই গ্রুপে কীভাবে তৃণমূলের কোহিনুর মজুমদার সদস্য হলেন? বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে। বিজেপির ন্যাশনাল গ্রোথ কমিটি নামে ওই গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৩৪৩ জন। যে গ্রুপের অ্যাডমিন হিসেবে রয়েছেন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-ও এই গ্রুপের অ্যাডমিন। সেই গ্রুপে ৩৪৩ জন সদস্যের মধ্যে একজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি কোহিনুর মজুমদার। রাজ্যের শাসকদলের একজন মুখপাত্রও তিনি। তৃণমূল নেতা হয়ে কেন ওই গ্রুপের সদস্য হলেন? তিনি কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? প্রশ্ন শুনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন তৃণমূলের কোহিনুর। তারপর তিনি বলেন, "বিজেপির গ্রুপে আমি একা নয়। এবং একটা বিজেপির গ্রুপে নয়। সন্দেশখালি ও আরজি কর কাণ্ডের পর হিংসা ছড়ানোর যে চেষ্টা এরা করছে, তাতে প্রচুর তৃণমূলের নেতা-কর্মী বিজেপির এরকম গ্রুপে রয়েছে। এইসব গ্রুপে অনেক ভুল তথ্য দেয়। ফেক নিউজ ছড়ায়। গ্রুপে না থাকলে প্রশাসন এগুলো জানতে পারত না। কোন অঞ্চলে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, আমার দলও জানতে পারত না। আমরা এর উপর নজর রাখছি।" প্রশ্ন করা হয়, তিনি গ্রুপে রয়েছেন, অথচ বিজেপি জানে না? কোহিনুর বলেন, "বিজেপি জানবে কী করে। বিজেপির সংগঠন বলে কিছু আছে নাকি। ওরা জানে না, ওদের কোন কোন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের কে কে আছেন।"

ক্রীড়া-সংবাদ

স্পিনিং ট্র্যাকে ‘না’ ভারতের... তৈরি স্পোর্টিং উইকেট...!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ পুণে টেস্টে হার থেকে শিক্ষা নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আর পিচ নিয়ে পাকামি করছে না মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ১ নভেম্বর থেকে শুরু ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের জন্য স্পোর্টিং পিচই তৈরি করা হচ্ছে। স্লো টার্নার উইকেট দিতে গিয়ে পুণেতে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছিল বিরাট কোহলিদের। তাই একই ভুল আর করছে না বিসিসিআই। বেঙ্গালুরুর হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে একটু বেশি বুদ্ধি খাটিয়ে পুণে টেস্টে স্লো টার্নার উইকেট তৈরি করা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল এই পিচে কিউয়ি ব্যাটাররা স্পিন অস্ত্রেই কাবু হয়ে যাবে, সেটা হয়েও ছিল। একই সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদেরও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল স্যান্টনারের বোলিংয়ে। তাই মুম্বইতে থাকছে স্পোর্টিং পিচ। ভিভিএস লক্ষ্মণ, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড় বা বীরেন্দ্র সেওয়াগরা যত ভালো স্পিন বোলিং খেলতেন, বর্তমান ভারতীয় দলে তেমন কোয়ালিটির ব্যাটারের বড্ড অভাব। পূজারা, রাহানের মতো ব্যাটাররাও আর দলে নেই। এই অবস্থায় বিরাট কোহলির স্পিন খেলার ক্ষেত্রে অসহায়তার ছাপও স্পষ্ট নজরে এসেছে পুণেতে। এর আগের টেস্টেও কোহলি আউট হন স্পিনারের বলেই। ফলে আর ঝুঁকি নিতে নারাজ কিউরেটররা। ম্যাচ শুরুর তিন দিন আগেই বিসিসিআইয়ের প্রধান পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিক এবং এলিট প্যানেলের পিচ কিউরেটন তাপস চট্টোপাধ্যায় দেখা করেন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচ কিউরেটর রমেশ মামুনকারের সঙ্গে। সূত্র মারফত জানা গেছে, এই মুহূর্তে ওয়াংখেড়ের পিচে ঘাস রয়েছে। তাই মনে করা হচ্ছে তৃতীয় টেস্টে স্পোর্টিং উইকেটেরই ব্যবস্থা করা হবে। গত ম্যাচে একা মিচেল স্যান্টনারই শেষ করে দিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপকে। প্রথম ইনিংসে ৫৩ রানে ৭ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৪ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন স্যান্টনার। বিরাট থেকে গিল, সরফরাজ, রোহিত, সকলেই শিকার হয়েছিলেন স্যান্টনারের। তাই বিড়ম্বনা এড়াতে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কিউরেটররা। ফলে পরের ম্যাচে ফের তিন পেসারও দেখা যেতে পারে ভারতীয় দলে।

ব্যালন ডি'অরে দাপট স্পেনের, সেরা সিটির রদ্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ এবারের ব্যালন ডি'অর পেতে পারেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এমনটাই জল্পনা চলছিল ফুটবলমহলে। কিন্তু আচমকাই পালাবদল। ব্যালন ডি'অর ঘোষণার কয়েক ঘন্টা আগে থেকে ছড়িয়ে যায় ভিনিসিয়াস নন, পুরস্কার পেতে চলেছেন স্পেনের রদ্রি। আর সেটাই সত্যি হল। ফ্রান্স ফুটবল পত্রিকার বিচারে ২০২৪-র সেরা ফুটবলার হলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির রদ্রি। ব্যালন ডি'অরে দীর্ঘদিন দাপট ছিল মেসি ও রোনাল্ডোর। গতবারও এই পুরস্কার পেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার তারকা। মাঝে করিম বেঞ্জেমা ও লুকা মদ্রিচও ব্যালন ডি'অর পেয়েছেন। কিন্তু ১৬ বছর এই পুরস্কারের কোনও বিভাগেই নাম ছিল না মেসি ও রোনাল্ডোর। বরং ভিনিসিয়াসকেই ব্যালন ডি'অরের দাবিদার বলে মনে করছিল ফুটবলবিশ্ব। গত মরশুমে তিনি লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও সুপারকোপা জিতেছেন। সব মিলিয়ে ৩১টা গোলও করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। কিন্তু আচমকাই ‘ফাঁস’ হয়ে যায়, এবারের ব্যালন ডি'অর পেতে পারেন রদ্রি। স্পেনের ইউরো কাপ জয়ের নায়ক ছিলেন তিনি। সেই টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারও হন। এছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই মিডফিল্ডারের। গোটা মরশুমে ১২টি গোলের পাশাপাশি ১৫টি অ্যাসিস্টও রয়েছে তাঁর নামে। আর ৬৪ বছর পর ব্যালন ডি'অর পেলেন কোনও স্প্যানিশ। শেষবার ১৯৬০ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন স্পেনের লুইস সুয়ারেজ। এবারের ব্যালন ডি'অরে দাপট ছিল স্পেনেরই। প্রত্যাশিতভাবেই সেরা উঠতি তারকার পুরস্কার কোপা ট্রফি জিতলেন লামিনে ইয়ামাল। মহিলাদের ব্যালন ডি'অর পেলেন বার্সেলোনা ও স্পেনের আইতানা বোনমাতি। সেরা ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। সেরা কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার ইয়াসিন ট্রফি জিতলেন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। সেরা স্ট্রাইকার অর্থাৎ গার্ড মুলার ট্রফি যুগ্মভাবে জিতলেন হ্যারি কেন ও কিলিয়ান এমবাপে।

ক্লিনশিট বজায় রাখাটাই প্রধান লক্ষ্য মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ আইএসএলে পরপর দুটো কলকাতা ডার্বি জয়ের পরে কাল বুধবার নিজামের শহরের গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মাঠে নামবে হোসে মোলিনার মোহনবাগান। সোমবার বিকেলে ময়দানে নিজেদের মাঠে অনুশীলনের আগে প্রেস মিট করেন বাগান কোচ মোলিনা। সঙ্গে এসেছিলেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার দীপক টাংরি। সেখানে মোলিনা পরিষ্কার করে দেন রণনীতি। তাঁর কথায়, ‘আগের দুটো ম্যাচের মতোই ক্লিনশিট রেখে জয়ের জন্য ঝাঁপাব আমরা।’ যোগ করছেন, ‘আমরা বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেলেও তা কাজে লাগিয়েছি। প্র্যাক্টিসে ফিটনেস বাড়ানোর পাশাপাশি ডিফেন্স কম্বিনেশনে আর জোর দিয়েছি।’মেরুন ব্রিগেড। হায়দরাবাদ এফসি টিমটা ইনভেস্টর সমস্যায় সবচেয়ে পরে প্র্যাক্টিসে নেমেছিল। তবু আইএসএলে তারা চমক দিয়েছে। দু'দিন আগে কলকাতায় তারা মহামেডানকে ৪-০ হারিয়েছে। মোলিনা বলেছেন, ‘হায়দরাবাদ টিমকে হেলাফেলা করার কোনও জায়গা নেই। খুব কম সময়ে ওরা নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। ওদের হারানো বেশ কঠিন কাজ।’ বাগান কোচ আরও বলেন, ‘আইএসএলে সব টিমই যথেষ্ট ভালো। তাই লড়াই জমজমাট। সুতরাং প্রত্যেকটা ম্যাচই কঠিন।’

রোনাল্ডোর দর্শন পেতে ১৩ হাজার কিমি সাইকেলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ ফুটবল বিশ্বের অন্যতম বড় নাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ফ্যান। তেমনই এক ভক্তের কারনামা ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। শুধুমাত্র একবার এই কিংবদন্তি ফুটবলারের সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়ে চিন থেকে সাইকেলিং করে সৌদি আরবে গিয়ে উপস্থিত হন তিনি। সাইকেল চালান প্রায় ১৩ হাজার কিমি। চিনের এক সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবর অনুযায়ী, এবছরের ১৮ মার্চ বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলেন ওই যুবক। দীর্ঘ ৭ মাস সাইকেল চালিয়ে ২০ অক্টোবর তিনি গিয়ে পৌঁছন সৌদির আল নাসের ক্লাবে। জানা যাচ্ছে ওই যুবকের নাম গং। তিনি তাঁর পুরো যাত্রায় কাজাকিস্তান, জর্জিয়া, ইরান এবং কাতার সহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌঁছান। রোনাল্ডোর বর্তমান ক্লাব গং-এর অসাধারণ এই প্রচেষ্টার কথা জানার পর তারা ক্লাবের বাইরেই একটি সাক্ষাতের আয়োজন করে। এরপর গং এবং রোনাল্ডো যখন মুখোমুখি হন, তখন ক্রিশ্চিয়ানো তাঁর শার্টে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের মতে, গং তাঁর যাত্রাপথে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। পায়ের চোটের কারণে ফেব্রুয়ারিতে রোনাল্ডোর চিন সফর বাতিল হয়। এর পরই গং রিয়াদ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তৈরি সিএসকের রিটেনশন তালিকা, থাকবে চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ আইপিএলের রিটেনশন তালিকা নিয়ে ফ্যানদের মধ্যে যে দলগুলিকে নিয়ে সবথেকে বেশি কৌতহুল রয়েছে তাদের মধ্য অন্যতম হল চেন্নাই সুপার কিংস। দলে একাধিক ম্যাচ উইনার থাকায় সিএসকে কাদের রিটেন করে ও কাদের রিলিজ করে সেটাই দেখার। সিএসকের রিটেনশন তালিকায় সব থেকে বড় প্রশ্ন যাকে নিয়ে ছিল তিনি এমএস ধোনি। মাহি আইপিএল ২০২৫-এ খেলবেন কিনা তা নিয়ে অবশ্য জল্পনার অবসান হয়েছে। পরের মরশুমে ধোনি খেলবেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথনও তা নিশ্চিত করেছেন। তবে ৫ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দল সিএসকে কাদের রিটেন করবে তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন ফ্যানেরা। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, কাদের রিটেন করা হবে তার একটি তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমএস ধোনির রিটেনশন তালিকায় থাকা একশো শতাংশ নিশ্চিত। এছাড়া তালিকায় থাকতে পারেন অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, স্পিনার অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা, এবং ফাস্ট বোলার মাথিশা পাথিরানাকে ধরে রাখবে সিএসকে। ধোনি, গায়কওয়াড়, জাদেজা এবং পাথিরানা ছাড়াও চেন্নাই ডেভন কনওয়ে, সমীর রিজভি এবং শিবম দুবের মধ্যে যেকোনো দুই খেলোয়াড়কে ধরে রাখবতে পারে। সিএসকে আরটিএম কার্ড কার জন্য ব্যবহার করে নিলামের মঞ্চে সেটাই দেখার।

টেস্টেও রোহিত-বিরাটদের আগ্রাসনেই আস্থা ধোনির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টেই হেরেছে ভারত। প্রশ্ন উঠছে টিম ইন্ডিয়ার স্পিন খেলার ধৈর্য নিয়ে। আবার অনেকের তোপের মুখে আইপিএল। টি-টোয়েন্টির ধামাকায় কি টেস্টে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ভুলে যাচ্ছেন রোহিত-বিরাটরা? অতিরিক্ত আগ্রাসনই কি ভারতের ব্যর্থতার কারণ? সেই মতে বিশ্বাসী নন প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। বরং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেটেই বিশ্বাসী ‘ক্যাপ্টেন কুল’। বর্তমানে টেস্টে জনপ্রিয় ‘বাজবল’। ইংল্যান্ড তো বটেই, ভারতের যশস্বী-ঋষভরাও ব্যাট হাতে টেস্ট খেলার প্রচলিত ভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে হেরে অনেকে আঙুল তুলছেন আক্রমণাত্মক ধরনের দিকেও। তবে ধোনি বলছেন, “ক্রিকেটকে বর্তমানে যে নামেই ডাকুন না কেন, ক্রিকেটের মধ্যে কিন্তু একটা বিবর্তন এসেছে। খেলার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। একসময় ওয়ানডেতে যে রানটা নিরাপদ মনে হত, এখন টি-টোয়েন্টিতেও সেটা নিরাপদ নয়।” ফলে আজকের দিনে ‘আগ্রাসী ক্রিকেট’ কিংবা ‘প্রচলিত ক্রিকেট’ এই শব্দগুলো নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন ধোনি। তিনি বলেন, “কেউ চায় আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে, কেউ আবার চায় প্রচলিত ক্রিকেট খেলতে। আসল কথাটা হল, দলের শক্তি বুঝে নিজস্ব খেলার ধরন তৈরি করতে হবে। পরিবর্তন আসতে সময় লাগে। আর যারা এতদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খেলে আসছে, একরাতে তাদের খেলার পদ্ধতি বদলানো সম্ভব নয়।” আরও একটি বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত করছেন মাহি। আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে ফলাফলের সম্ভাবনাও বাড়ে। যারা সে অর্থে ক্রিকেট দেখে না, তাদের জন্য পাঁচদিন অপেক্ষার পর ফলাফল না পাওয়ায় অস্বস্তির। সেই জন্য ধোনি বলছেন, “আজকের দিনে প্রায় সব টেস্ট ম্যাচে ফলাফল হচ্ছে। সেটা আমার ভালো লাগে। এমনকী যদি একদিন বৃষ্টির জন্য নষ্টও হয়ে যায়, তাহলেও দলগুলো জেতার জন্য ঝাঁপাচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেটের তো এটাই মজা।”

বক্স অফিস

কাঞ্চনের প্রশংসায় ‘রুহ বাবা’ কার্তিকও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে টলিউডে কাজ করেছেন। ভোটে জিতে হয়েছেন বিধায়ক। নানা কারণে বিতর্কও একাধিকবার তাঁর সঙ্গী হয়েছে। আর এবার ‘ভুলভুলাইয়া ৩’র হাত ধরে বলিউডে পা দিচ্ছেন কাঞ্চন। সোমবার ‘ভুলভুলাইয়া ৩’ ছবির প্রচারে কলকাতায় এসে কার্তিকের মুখে কাঞ্চন মল্লিকের ভূয়সী প্রশংসা। কাঞ্চন মল্লিক প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের প্রশ্নে কার্তিক জানালেন, ”দারুণ অভিনেতা। দারুণ জ্ঞানী মানুষ। অনেক কিছু জানেন। শুটিংয়ের ফাঁকে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতাম। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কাঞ্চনদা সংলাপ ছাড়াই অভিনয় করতে পারেন। কাঞ্চনদার বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই কমেডি রয়েছে। দারুণ অভিজ্ঞতা।” কয়েক দিন আগে ‘ভুলভুলাইয়া ৩’ টিমের পক্ষ থেকে পাঠানো উপহারের ছবি শেয়ার করে কাঞ্চন লিখেছিলেন, “গত ৩৩ বছর ধরে আমি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। বাংলা আমাকে অনেক সম্মান ও খ্যাতি দিয়েছে। তবে আমি যখন অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গিয়েছি একেবারে প্রথম দিনের মতো ভয় পেয়েছি। যদিও সেখানকার মানুষ আমাকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।” অভিনেতা জানান, বলিউডে কাজ করা তাঁর কাছে এক আলাদা প্রাপ্তি। ঈশ্বর যে তাঁকে অভিনেতা হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাও জানান। ‘ভুলভুলাইয়া ৩’ টিমকেও ধন্যবাদ দেন টলিউড তারকা। ‘আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার!’ গা ছমছমে মহলে নূপুরের শব্দ। কানে ভেসে আসে মঞ্জুলিকার বদলার হুমকি। আগেভাগেই শোনা গিয়েছিল যে, ‘ভুলভুলাইয়া ৩’ ছবিতে বিদ্যা বালন ফিরছেন। তখন থেকেই ট্যুইস্টের অপেক্ষায় ছিলেন দর্শক অনুরাগীরা। ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দিলেন বিদ্যা। তবে বিদ্যা একা নয়, চমক দুই মঞ্জুলিকা। বিদ্যার সঙ্গে এবার মঞ্জুলিকার রূপে ধরা দেবেন মাধুরী দীক্ষিত।

বড় ঘোষণা কালিন ভাইয়া-গুড্ডু পণ্ডিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ পালটে গেল ‘মির্জাপুর’-এর খেলা! কালিন ভাইয়া, গুড্ডু পণ্ডিতদের ক্ষমতার বিস্তার ওয়েব দুনিয়ার সীমানা ছাড়াল। আর পৌঁছে গেল বড়পর্দায়। হ্যাঁ, আর ওয়েব সিরিজ নয়, ‘মির্জাপুর’-এর গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা। আর সেখানে মুন্না ত্রিপাঠিকেও দেখা যাবে। সিরিজ হিসেবে ‘মির্জাপুর’ সুপারহিট। এই গল্প নিয়ে যে সিনেমা তৈরি হতে পারে সে জল্পনা আগেই শোনা গিয়েছিল। তাই-ই সত্যি হল। ভিডিও শেয়ার করে ‘মির্জাপুর দ্য ফিল্ম’-এর ঘোষণা করলেন প্রযোজক ফারহান আখতার। তাঁর সঙ্গে এই ছবির প্রযোজনায় সঙ্গী রীতেশ সিধওয়ানি। ‘মির্জাপুর’ সিরিজের দুই নেপথ্যের কারিগর পুণীত কৃষ্ণা ও গুরমীত সিংও রয়েছেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে। ২০১৮-র ১৬ নভেম্বর আমাজন প্রাইম ভিডিওয় মুক্তি পেয়েছিল ‘মির্জাপুর’। ওয়েব দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল ক্রাইম থ্রিলার সিরিজটি। কালিন ভাইয়া, গুড্ডু, গলু, বাবলু, মুন্না ত্রিপাঠি, বীণা ত্রিপাঠিদের নাম এখনও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মরশুমে এই জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। পঙ্কজ ত্রিপাঠি, আলি ফজল, শ্বেতা ত্রিপাঠি, কূলভূষণ খরবন্দা, রসিকা দুগ্গল, দিব্যেন্দুর পাশাপাশি নতুন এপিসোডে নজর কেড়েছেন বিজয় বর্মা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াংশু পাইনিউলি, হর্ষিতা শেখর গৌর, অঞ্জুম শর্মা, রাজেশ তৈলঙ্গ, অমিত সিয়াল, ইশা তলওয়ার। দিব্যেন্দু অভিনীত মুন্না ত্রিপাঠি চরিত্রের মৃত্যু দ্বিতীয় মরশুমেই হয়েছিল। কিন্তু বড়পর্দায় এই চরিত্রকে আবারও দেখা যাবে। তেমনই ইঙ্গিত দেওয়া হল অ্যানাউন্সমেন্ট টিজারে। শোনা এও গিয়েছিল, কালিন ভাইয়ার চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠির বদলে হৃতিক রোশন অভিনয় করতে পারেন।

জয়ার ‘অপমান’এর পাল্টা জবাব সোনালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ জয়া বচ্চনকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে আলোচনার শেষ নেই। বদমেজাজি বলে বেশ দুর্নাম রয়েছে তাঁর। পাপারাৎজি দেখলে রেগে যান। ছবি তুলতে এলে তাড়িয়ে দিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার নিয়েও নানা কথা। সোনালী বেন্দ্রের সঙ্গে আমির খানের মেয়ের বিয়েতে গিয়ে তিনি যা করেছিলেন তা নিয়ে আজও চলে আলোচনা। এবার কি সেই ব্যবহারেরই পাল্টা দিলেন সোনালী? যোগ্য সঙ্গত দিলেন ওরিও! সাম্প্রতিক ভিডিয়ো দেখে নেটিজেনদের ধারণা তেমনটাই। এ বছরের জানুয়ারি মাসে আমির খানের মেয়ের রিসেপশনে আমন্ত্রিত ছিল গোটা বলিউড। হাজির ছিলেন জয়া বচ্চনও। পাপারাৎজি অনুরোধে মেয়ে শ্বেতা বচ্চনের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায় তাঁকে। মা-মেয়ে পোজ দিচ্ছিলেন, এমন সময়েই হাজির হন সোনালী বেন্দ্রেও। হাসিমুখে এগিয়ে যান তাঁদের দিকে। জয়া-শ্বেতার সঙ্গে পোজ দিতে যাবেন, আচমকাই ঘটে যায় এক ঘটনা! সোনালীকে দেখেই সেখান থেকে গটগট করে হেঁটে চলে যান জয়া। তাঁকে ডাকতে থাকেন মেয়ে। তবে তিনি আর সাড়া দেননি। ঘটনায় আকস্মিকতায় খানিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সোনালী বেন্দ্রেকে। চরম কটাক্ষের মুখে পড়েন জয়া বচ্চন। এবার সেই ঘটনাই ‘রিক্রিয়েট’ করলেন ওরি ও সোনালী বেন্দ্রে। ওরির শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তিনি সেজেছেন জয়া বচ্চন। সোনালী বেন্দ্রে ‘অভিনয়’ করেছেন সোনালী বেন্দ্রের চরিত্রেই।

তন্ময়কে নিয়ে প্রশ্ন সায়ন্তিকার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ অক্টোবরঃ মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিপিএম থেকে সাসপেন্ড তন্ময় ভট্টাচার্য। বিষয়টি নিয়ে এবার সুর চড়ালেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অভিনেত্রী তথা বরানগরের বিধায়ক প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা অভয়ার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন, রাত দখল করেছিলেন, তাঁরা এবারও বিচার চাইবেন তো? গত রবিবার ফেসবুক লাইভে তন্ময় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন মহিলা সাংবাদিক। এর পরই বাম নেতাকে সিপিএম থেকে সাসপেন্ড করা হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে সায়ন্তিকা বলেন, “যাঁরা অভয়ার জন্য বিচার চেয়েছিলেন, আমরা সকলেই চেয়েছিলাম অভয়ার জন্য বিচার, এখনও চাইছি... তো তাঁরা এবারও মানববন্ধন করবেন তো? তাঁরা এবারেও রাত দখল করবেন তো? তাঁরা এবারও বিচার চাইবেন তো? কারণ অভয়াকেও কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রেই ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। আমরা সরব মণিপুরের বেলাতেও ছিলাম, আমরা সরব অভয়ার বেলাতেও ছিলাম, আছি। এবেলাতেও আমরা প্রত্যেকেই সরব থাকব। কিন্তু যাঁরা অভয়ার বেলাতে সরব ছিলেন এবং মণিপুরের ঘটনার বেলাতে নীরব ছিলেন, তাঁরা এবার মানববন্ধন-রাত দখল এবং বিচার চাইতে রাস্তায় নামবেন তো? এর পরই আবার সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে সায়ন্তিকা বলেন, “এখন তিনি (তন্ময় ভট্টাচার্য) যেকোনও জায়গাকে চেয়ার ভেবে বসে পড়তে চাইছেন এটা ৩৪ বছরের অপশাসনের ফল আর কী! ওনাদের নাম ও নিশান নেই। মানুষ এই কারণের জন্যই ওনাদের প্রত্যাখান আগামী দিনেও করবে।” দলের সাসপেনশনের সিদ্ধান্তে ‘ক্ষুব্ধ’ তন্ময় ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, “পার্টির অভ্যন্তরের ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি আছে। কোনও অভিযোগ এই কমিটির কাছে যায়। তার পর কমিটি তদন্ত করে। এক্ষেত্রে মহম্মদ সেলিম প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনা ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটিতে পাঠানোর কথা বলেন। এই প্রস্তাবে আমি সহমত। আমার প্রত্যাশা ছিল এই কমিটি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা– সহ যা যা প্রক্রিয়া আছে করবে। তার আগেই প্রচার শুরু হয় আমি সাসপেন্ড।